চারুকলা অনুষদ
Faculty of Fine Art
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
University of Dhaka

No. ১২৩ Date ২২ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৭-০৩-২০২১ ইং

'চ' ইউনিট

চারুকলা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি নির্দেশিকা ২০২০-২০২১

(চার বৎসর মেয়াদি বিএফএ সম্মান প্রোগ্রাম)

সাধারণ তথ্য

১. ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ বিএফএ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম ওয়েবসাইটে ০৮/০৩/২০২১ তারিখ থেকে পাওয়া যাবে। পূরণকৃত ফরম ০৮/০৩/২০২১ থেকে ৩১/০৩/২০২১ তারিখের মধ্যে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ফরম জমা দেওয়ার আগে পরীক্ষার ফিস বাবদ ৬০০ (ছয়শত) টাকা এবং অনলাইন আবেদন সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩৯.১০ টাকা ও ব্যাংক সার্ভিস চার্জ বাবদ ১০.৯০ টাকাসহ সর্বমোট ৬৫০ (ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র নির্ধারিত চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

২. ভর্তির আবেদন https://admission.eis.du.ac.bd ওয়েব সাইট থেকে করা যাবে। ভর্তির আবেদনের জন্য শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকের তথ্য, বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর, পিতা/মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (ঐচ্ছিক), **শিক্ষার্থী যে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী**, কোটা এবং স্ক্যান করা একটি ছবির প্রয়োজন পড়বে। ভর্তির আবেদন ফি তাৎক্ষনিক অনলাইনে বা চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা প্রদান করা যাবে। আবেদন ও ফি জমার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উক্ত ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

অনুষদের ৮ (আট) টি বিভাগের জন্য মোট আসন সংখ্যা ১৩৫

১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ-৩০ ২. গ্রাফিক ডিজাইন-২৫ ৩. প্রিন্টমেকিং-১২ ৪. ধাতুকলা-১৫ ৫. মৃৎশিল্প-১০
৬. ভাস্কর্য-১০ ৭. কাঠশিল্প-১৫ ৮. শিল্পকলার ইতিহাস-১৮

প্রার্থীর প্রাথমিক যোগ্যতা

- ২০১৫ সন থেকে ২০১৮ সন পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২০ সনের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নে উল্লেখিত শর্তসমূহ পুরণ করেছে কেবল তারাই ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএফএ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেড ভিত্তিক পরীক্ষাদ্বয়ের ৪র্থ বিষয়সহ মোট প্রাপ্ত জিপিএ ৭ হতে হবে। তবে উভয় পরীক্ষার কোনোটিতে আলাদাভাবে জিপিএ ৩-এর কম নম্বরধারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না।

সাধারণ নিয়মাবলী

- IGCSE/O Level এবং IAL/GCE A Level প্রার্থীর ক্ষেত্রে: ২০১৫ সন থেকে ২০১৮ সন পর্যন্ত IGCSE/O Level পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং ২০২০ সনের ফল প্রকাশিত IAL/GCE A Level পরীক্ষায় অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য

Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone: 880-2-9675219, PABX:9661920-73, Extn.8570, 8571
Email: deanfineart@du.ac.bd, fineart.du@gmail.com, Web: www.fineart-du.com, www.du.ac.bd

আবেদন করতে পারবে। তাদের IGCSE/O Level এবং IAL/GCE A Level মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে যথাক্রমে ৪টি বিষয়ে কমপক্ষে বি-গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে কমপক্ষে সি-গ্রেড থাকতে হবে।

- সমমানের বিদেশী সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবে। তবে সংশ্লিষ্ট অনুষদ কর্তৃক সমতা নিরূপিত হলেই কেবল তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ছাড়াও সকল প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে।

সমতা নিরূপনের জন্য

- এ-লেভেল/ও-লেভেল/সমমান বিদেশী পাঠক্রমে বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমতা নিরূপনের জন্য https://admission.eis.du.ac.bd ওয়েব সাইটে গিয়ে "সমমান আবেদন" বা "Equivalence Application" মেনুতে আবেদন করে তাৎক্ষনিকভাবে অনলাইনে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। সমতা নিরূপনের পর প্রাপ্ত "Equivalence ID" ব্যবহার করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত তারা একই ওয়েবসাইটে লগইন করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

ভর্তি পরীক্ষা

- ভর্তি পরীক্ষা ২টি অংশে অনুষ্ঠিত হবে–সাধারণ জ্ঞান ৪০ + অঙ্কন (ফিগার ড্রয়িং) ৬০ = ১০০ নম্বর।
- ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে পরীক্ষার্থীর মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বরের ২০% যুক্ত করে সর্বমোট ১২০ নম্বরের মধ্যে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
- 'সাধারণ জ্ঞান' পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর আবেদন ফরমে পছন্দকৃত বিভাগীয় শহরের নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রবেশপত্র সঙ্গে না থাকলে পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার কোনো অংশেই অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- প্রথমাংশের পরীক্ষা 'সাধারণ জ্ঞান' আগামী ০৫ জুন ২০২১, শনিবার সকাল ১১টা থেকে ১১.৩০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। MCQ পদ্ধতির পরীক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিত বাংলা ও ইংরেজিসহ চারুকলার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বা বিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমসাময়িক ঘটনাবলি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। প্রথমাংশের (সাধারণ জ্ঞান) ফলাফল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। 'সাধারণ জ্ঞান' পরীক্ষার ফলাফলের মেধাক্রম অনুসারে অনুর্ধ্ব প্রথম ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) জন পরীক্ষার্থীকে দ্বিতীয়াংশের 'অঙ্কন' (ফিগার ড্রয়িং) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হবে। দ্বিতীয়াংশের জন্য নির্বাচিতদের মূল প্রবেশপত্রসহ প্রথমাংশের পরীক্ষার ফলাফলের একটি প্রিন্টেড কপি নির্বাচিত হওয়ার প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী 'অঙ্কন' (ফিগার ড্রয়িং) পরীক্ষার সময় সাথে আনতে হবে।
- 'সাধারণ জ্ঞান' পরীক্ষায় প্রতি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
- দ্বিতীয়াংশের পরীক্ষা 'অঙ্কন' (ফিগার ড্রয়িং) আগামী ১৯ জুন ২০২১, শনিবার সকাল ১১টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কেন্দ্র সমূহে অনুষ্ঠিত হবে।
- রোল নম্বর / সিরিয়াল নম্বর অনুসারে পরীক্ষার আসনবন্টন হবে। ওয়েবসাইটে আসনবন্টন তালিকা প্রকাশ করা হবে।
- যথাসময়ে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই পরীক্ষার হলে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করতে হবে।

- পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কোনো অবস্থাতেই বই, কাগজপত্র, ব্যাগ, ক্যালকুলেটর, ক্যামেরা, ট্যাব, এটিএম কার্ড ইত্যাদিসহ কোনো প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও ডিভাইস সম্বলিত ঘড়ি ও কলম নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।
- 'অঙ্কন' (ফিগার ড্রয়িং) পরীক্ষার জন্য শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য সরঞ্জামাদি (যেমন পেন্সিল, ইরেজার, কলম, পেপার- ক্লিপ এবং ন্যূনতম ১২ ইঞ্চি X ১৮ ইঞ্চি বোর্ড) পরীক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে প্রবেশপত্র অনুসারে পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় তথ্য ইংরেজিতে এবং রোল নম্বর ও ক্রমিক নম্বর বাংলায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে। হাজিরা ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে।
- 'সাধারণ জ্ঞান' ও 'অঙ্কন' (ফিগার ড্রয়িং) দুইটি পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বরের ৪০% পাশ নম্বর হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের মেধাক্রম তালিকা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ পরীক্ষা চলাকালীন জানিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ওয়েবসাইটে নোটিশ প্রকাশ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ফল এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষা পরবর্তী করণীয়

- ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা তাদের কাঙ্ক্ষিত বিভাগে ভর্তির জন্য নির্ধারিত পছন্দক্রম ফরমটি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পূরণ করবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে 'পছন্দক্রম ফরম' পূরণ না করলে পরীক্ষার্থী ভর্তি হতে আগ্রহী নয় বলে ধরে নেয়া হবে। পরীক্ষার্থীর মেধাক্রম ও বিভাগ পছন্দের ক্রম অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভাগ নির্ধারণ হবে।
- ফল প্রকাশের পর ওয়েবসাইটে ঘোষিত তারিখের মধ্যে ভর্তির বিষয়ে বিভাগের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রশংসাপত্র ও এসএসসি সনদপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
- ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রে ব্যবহৃত সকল স্বাক্ষর ও পাসপোর্ট সাইজ ছবি ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্রে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও ছবির অনুরূপ হতে হবে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর ওয়ার্ডকোটা (কেবল ছেলে/মেয়ে/স্বামী/স্ত্রী) উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধি (দেখতে এবং আঁকতে সক্ষম) ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনিসহ, খেলোয়াড় (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের) কোটায় ভর্তি প্রার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ঐ ইউনিটের ডিন অফিস থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদর্শন পূর্বক নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

বিভিন্ন কোটায় আবেদনের জন্য যে সকল সনদপত্র প্রয়োজন

(ক) ওয়ার্ড কোটার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের প্রত্যয়নপত্র।
(খ) উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি প্রধান/জেলা প্রশাসক এর সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
(গ) হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদপত্র।
(ঘ) প্রতিবন্ধি কোটার (বাক, শ্রবণ ও শারীরিক) ক্ষেত্রে সঠিকতার সনদপত্র।

(ঙ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনীসহ কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র।

(চ) খেলোয়ার কোটায় শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সনদপত্র প্রাপ্ত হতে হবে।

উপরোক্ত কোটার নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পূরণ করে যে কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তার প্রত্যয়নপত্র/সনদপত্র/প্রমাণপত্র সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের অফিসে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে।
যাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদ নেই কিন্তু সনদের জন্য আবেদন করেছে তাদের ক্ষেত্রে মুক্তযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। তবে ভর্তির জন্য চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র জমা দিতে হবে।

মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থীর করণীয়

- ☐ ভর্তি প্রার্থীকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করে প্রাপ্ত বিভাগ থেকে পে-ইন-স্লিপ সংগ্রহ করে উল্লেখিত পরিমাণ টাকা জনতা ব্যাংকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র শাখায় জমা দিতে হবে এবং পে-ইন-স্লিপের কাউন্টার-ফয়েল বিভাগের কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিয়ে ভর্তি-ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

- ☐ মনোনীত হওয়ার ও বিভাগ নির্ধারণের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে প্রার্থী ভর্তির সুযোগ হারাবে।

- ☐ বিভাগের চাহিদা অনুসারে ভর্তির সময় প্রার্থীকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সাথে আনতে হবে:
ক) ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি খ) সকল পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ২ কপি করে নম্বর পত্রের/ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি গ) উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র ও ফটোকপি (২টি) ঘ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাবকের আয়ের সনদপত্র ঙ) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রশংসাপত্রের মূল কপি ও ফটোকপি (২টি) চ) মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল সনদপত্র।

- ☐ ছবি ও ফটোকপি সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক সত্যায়িত করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মনীতির যে কোনো ধারা ও উপধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

০৭/০৩/২০২১
ডীন
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়